সাদার মধ্যে সাতটা রঙ

কৃষ্ণলাল মাইতি



প্রকাশনায় ও মুদ্রণে
নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-ছয়

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৮৬

ছড়ায় : কৃষ্ণলাল মাইতি

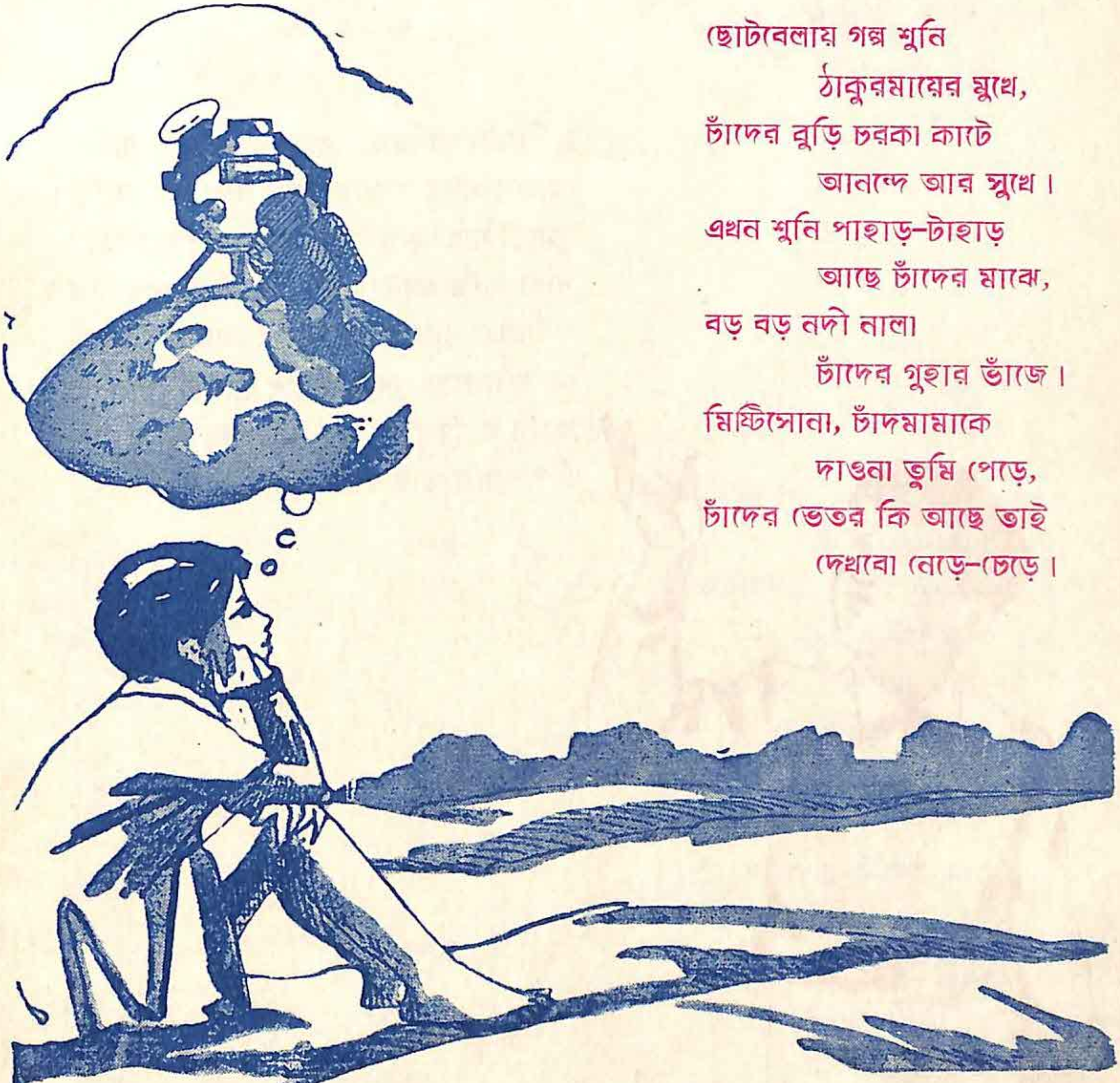
ছবিতে : কুমারেশ দাস

ব্লকে : পারফেক্ট প্রিণ্ট অ্যান্ড্ প্রসেস্

দাম : চার টাকা

বিক্রয়ে
নয়া প্রকাশ ● ২০৬ বিধান সরণী ● কলিকাতা ছয়

চাঁদমামা



ছোটবেলায় গল্প শুনি
ঠাকুরমায়ের মুখে,
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে
আনন্দে আর সুখে।
এখন শুনি পাহাড়-টাহাড়
আছে চাঁদের মাঝে,
বড় বড় নদী নালা
চাঁদের গুহার ভাঁজে।
মিষ্টিসোনা, চাঁদমামাকে
দাওনা তুমি পেড়ে,
চাঁদের ভেতর কি আছে তাই
দেখবো নেড়ে-চেড়ে।



সূর্যিমামা

সূর্যিমামা সূর্যিমামা কোথায় তোমার বাড়ি,
রোজ সন্ধ্যায় আমার সাথে কেন কর আড়ি।
গুমড়ো মুখো হয়ে তুমি কোথায় চলে যাও,
সারা রাত্রি একবারও কি আমার খবর নাও ?
সূর্যিমামা বলল হেসে—ওরে অবোধ খোকা,
রোজ সকালে পূব আকাশে আমায় পাবে দেখা।
আমি আছি স্থির হয়ে পৃথিবীটা ঘোরে,
দিন-রাত্রি তাই হচ্ছে বুঝবে এসব পরে।



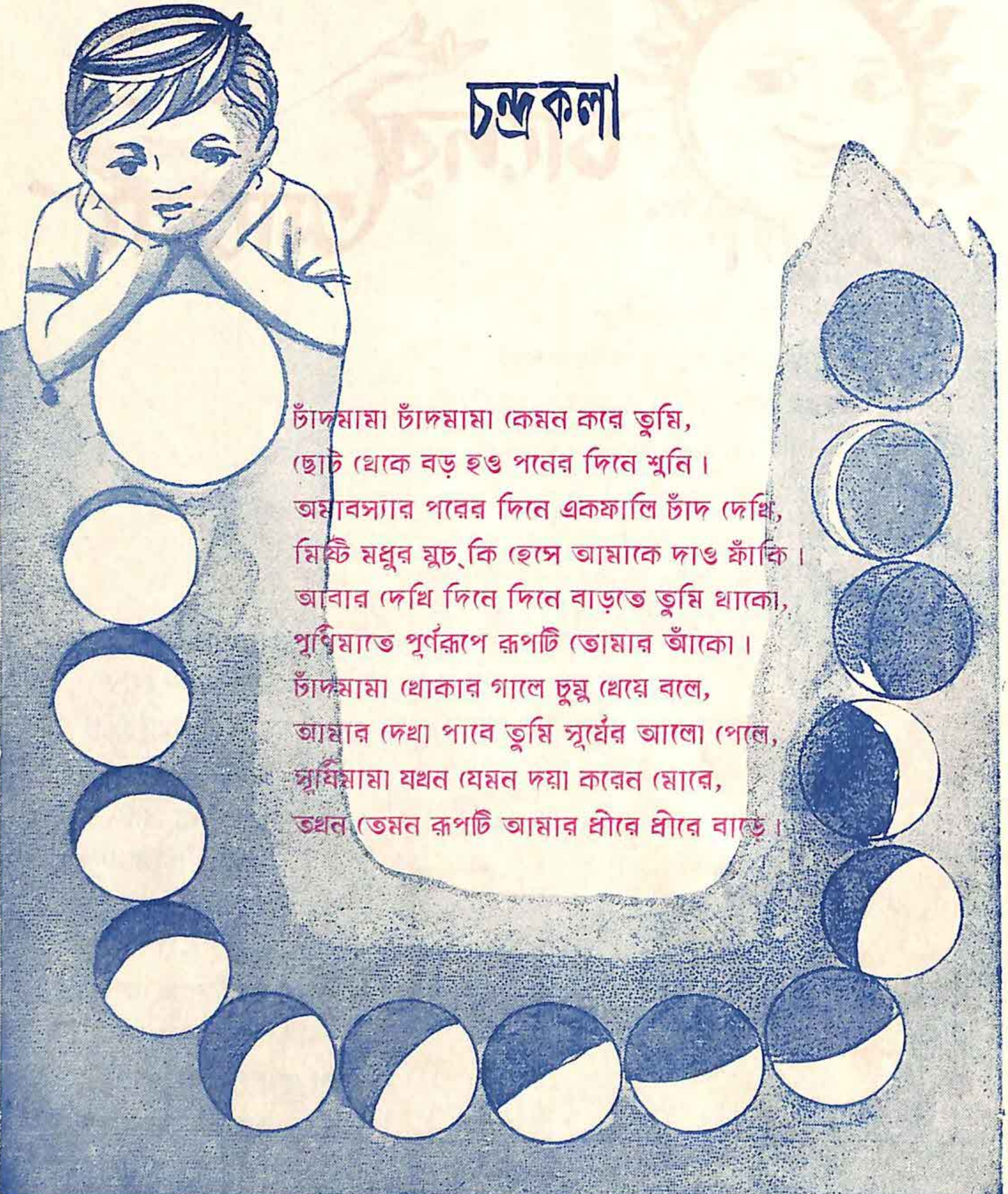


চাঁদের আলো



চাঁদমামা চাঁদমামা
একটা কথা কও
এমন মধুর মিষ্টি আলো
কোথায় তুমি পাও।
প্রশ্ন শুনে চাঁদমামা তাই
মুচ্‌কি হেসে বলে,
তোমরা আমায় দেখতে পাও
সূর্যের আলো পেলে।
চাঁদের মধ্যে নিজের কোন
আলোর দ্যুতি নাই,
সূর্যের আলোয় আলোকিত
হয়ে ওঠে তাই।

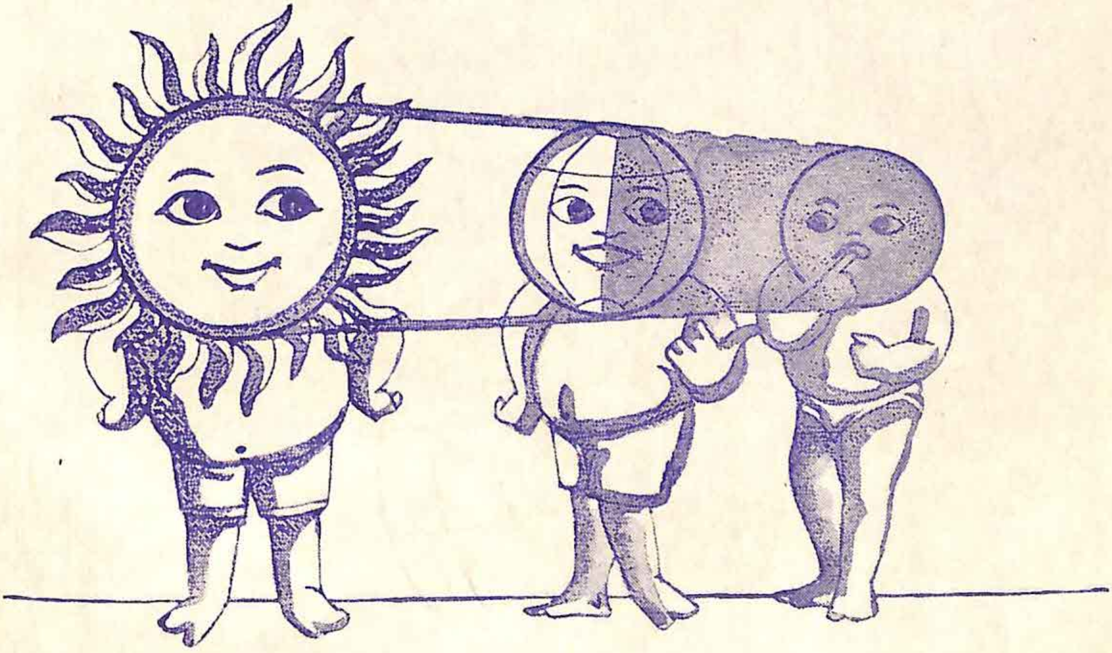
চন্দ্রকলা



চাঁদমামা চাঁদমামা কেমন করে তুমি,
ছোট থেকে বড় হও পনের দিনে শুনি।
অমাবস্যার পরের দিনে একফালি চাঁদ দেখি,
মিষ্টি মধুর মুচ্‌কি হেসে আমাকে দাও ফাঁকি।
আবার দেখি দিনে দিনে বাড়তে তুমি থাকো,
পূর্ণিমাতে পূর্ণরূপে রূপটি তোমার আঁকো।
চাঁদমামা খোকার গালে চুমু খেয়ে বলে,
আমার দেখা পাবে তুমি সূর্যের আলো পেলে,
সূর্যিমামা যখন যেমন দয়া করেন মোরে,
তখন তেমন রূপটি আমার ধীরে ধীরে বাড়ে।

চন্দ্র গ্রহণ

সূর্যের চারিদিকে
পৃথিবী ঘোরে যেমন,
পৃথিবীর চারিদিকে
চন্দ্রও ঘোরে তেমন।
ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ও চন্দ্রের
মাঝখানে যখন,
পৃথিবী আসে, সরল রেখায়
‘চন্দ্রগ্রহণ’ হয় তখন।



সূর্য গ্রহণ



আকাশেতে সূর্যগ্রহণ কেমন করে হয়,
সূর্যগ্রহণ দেখলে পরে চোখের ক্ষতি হয়।
কেউ বলে সূর্য ঘোরে কেউ বলে চাঁদ,
কেউ বলে গ্রহ ঘোরে গোলক-ধাঁধার ফাঁদ।
আবার যখন ভূগোল পড়ি পৃথিবীটা ঘোরে,
ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় অনেক দিন পরে।
সূর্য চন্দ্র পৃথিবীটা একই রেখায় যখন,
সরলভাবে দাঁড়ায় এসে তখন সূর্যগ্রহণ।

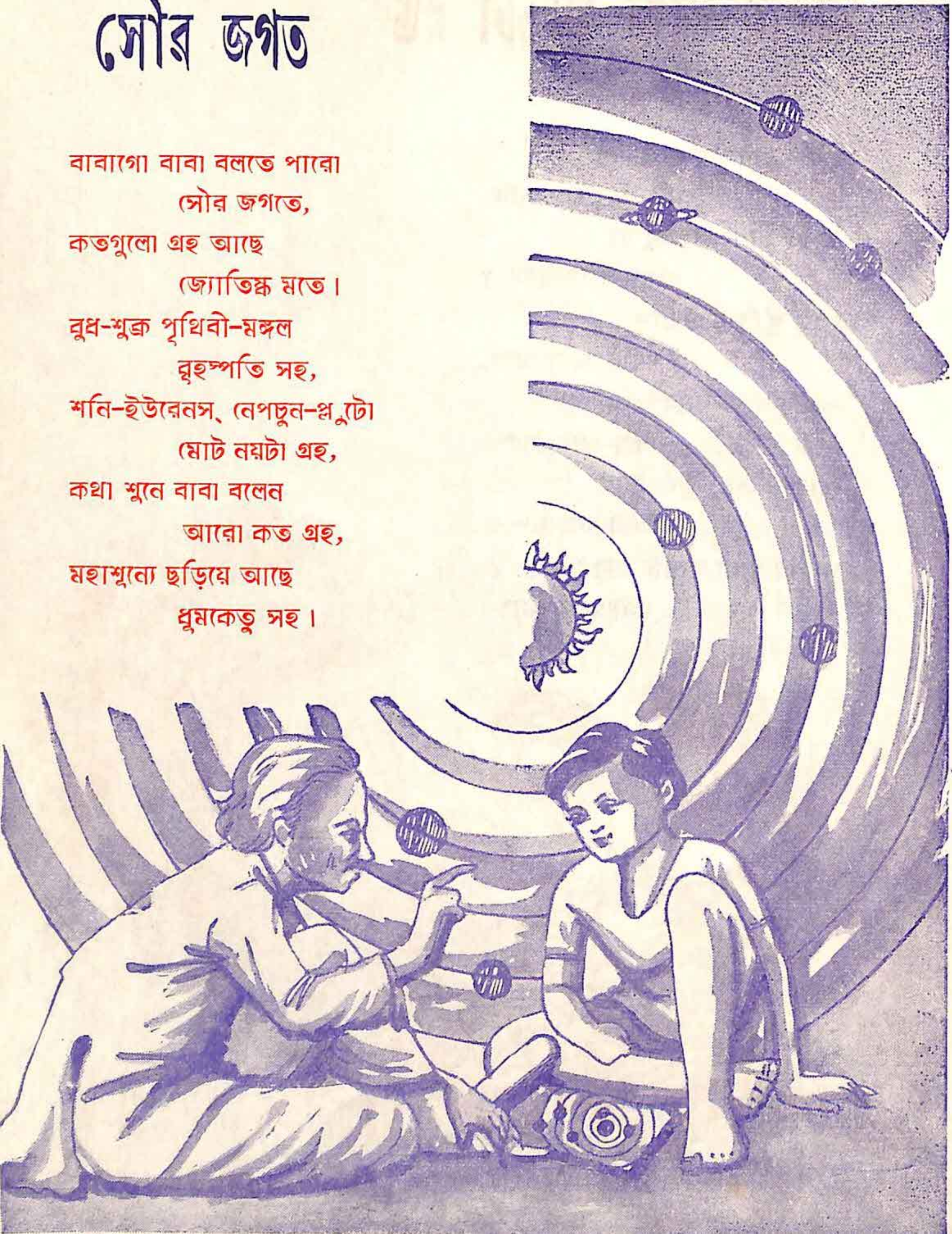
সাদার মধ্যে সাতটা রঙ

সূর্যের আলোয় সাতটা রঙ
লুকিয়ে কেমন থাকে,
তারই মধ্যে রামধনু রঙ
কেমন করে আঁকে ?
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে
পরীর ডানা মেলে,
রঙধনু রঙ দিনের বেলা
কেন এমন খেলে।
খোকার কথা শুনে তারে
বুঝিয়ে বলে মা-যে,
সাদার মধ্যে সাতটা রঙের
সমন্বয়ই আছে।



সৌর জগত

বাবাগো বাবা বলতে পারো
সৌর জগতে,
কতগুলো গ্রহ আছে
জ্যোতিষ্ক মতে।
বুধ-শুক্র পৃথিবী-মঙ্গল
বৃহস্পতি সহ,
শনি-ইউরেনস্, নেপচুন-প্লুটো
মোট নয়টা গ্রহ,
কথা শুনে বাবা বলেন
আরো কত গ্রহ,
মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে
ধূমকেতু সহ।



সত্যি যদি পৃথিবীটা

সত্যি যদি পৃথিবীটা লাটুর মতো ঘোরে,
আমরা তবে ছিট্‌কে দূরে যাই না কেন পড়ে ?
কিংবা জাপান আরব ইরান ভারতবর্ষ ছেড়ে,
আমেরিকা রাশিয়াতে কিংবা সাগর পারে।
আবার শুনি পৃথিবীটা নিজের পক্ষপথে,
এক বছরে একবার ঘোরে তিনশ' পয়ষট্টি দিনে।
সূর্য চন্দ্র গ্রহ শূন্যে আছে কেমন করে,
জানা অজানা রূপরহস্য দাওনা আমায় চিনে।

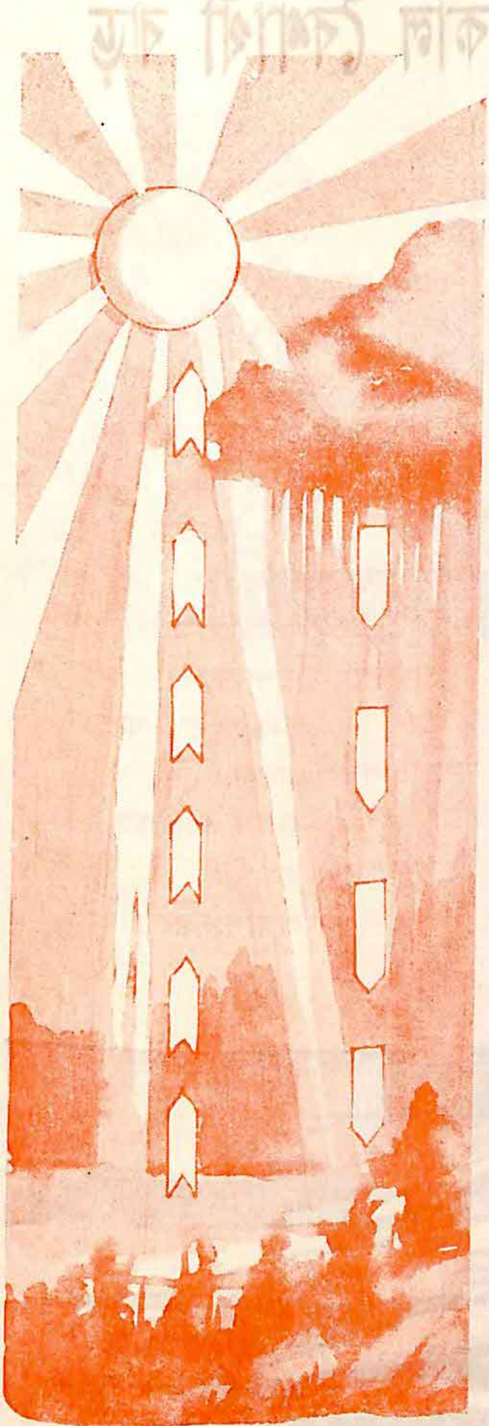




গতি

সব চেয়ে দ্রুত গতি কার
বলতে পারো কে,
কথায় কথায় তিন বন্ধুর
ঝগড়া বেধেছে।
একজন বন্ধু বলে, দ্রুতগতি
বর্তমানের ট্রেন,
আমি বলি মিথ্যা কথা
দ্রুত এরোপ্লেন।
বন্ধু বলে ঠিক নয় তা
আলোর গতি বেগ,
মনের গতি আরও দ্রুত
হিসাব করে দেখ।





বৃষ্টি কোথায় থাকে

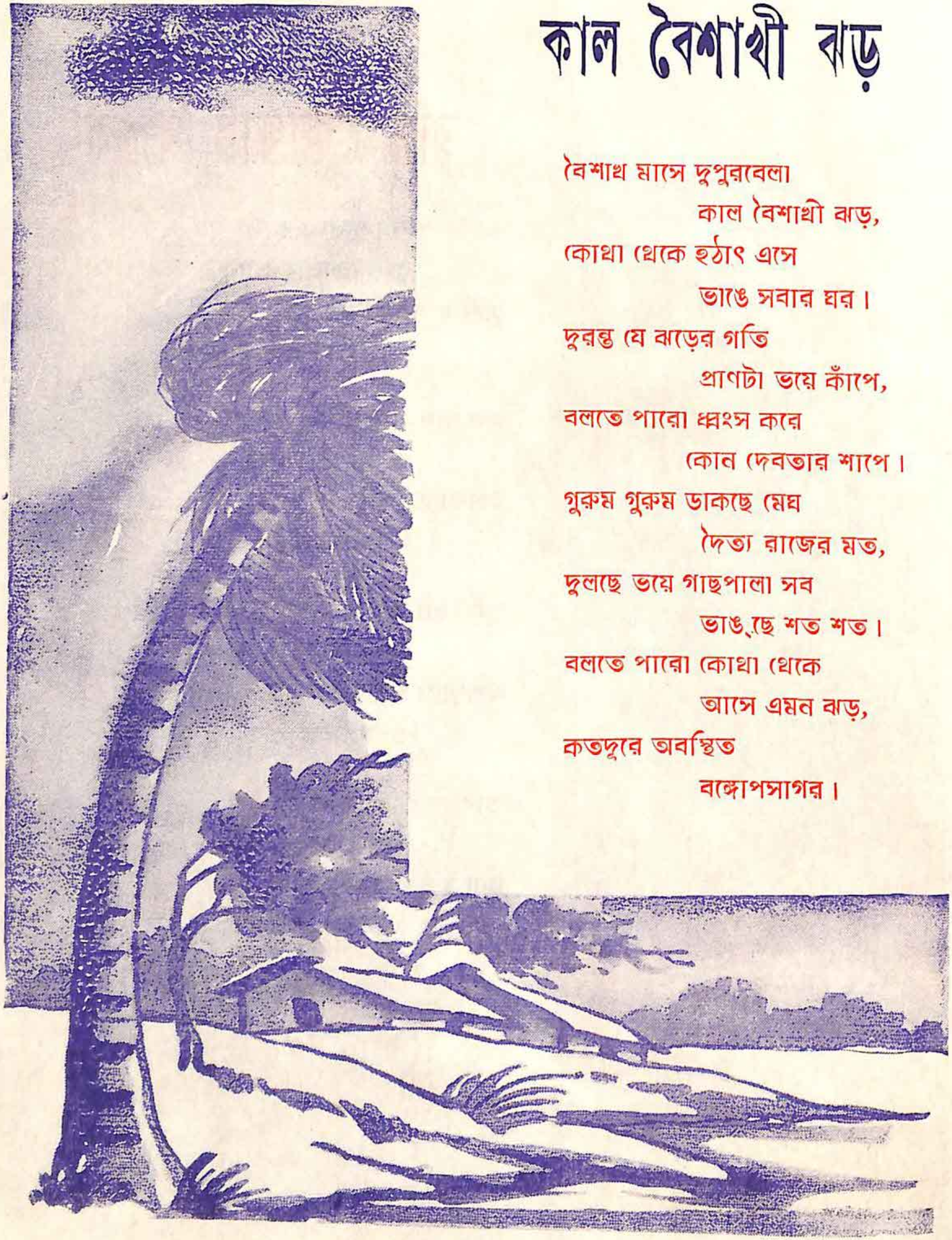
বলতে পারো শূন্যে এত
বৃষ্টি কোথায় থাকে,
বৃষ্টি হলে মেঘ গুর গুর
আওয়াজ করে ডাকে।

জল যদি যায় নীচের দিকে
ওপর থেকে কেন,
বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে
ঝর্ণাধারা যেন।

সূর্য যখন আলো দেয়
এই ধরণীর 'পরে,
জলগুলো সব বাষ্প হয়ে
ওপর দিকে ওড়ে।

তারপর সেই বাষ্পকণা
শূন্যে হাওয়ায় ঘোরে,
ঘুরতে ঘুরতে সময় হলে
বৃষ্টি হয়েই পড়ে।

কাল বৈশাখী ঝড়



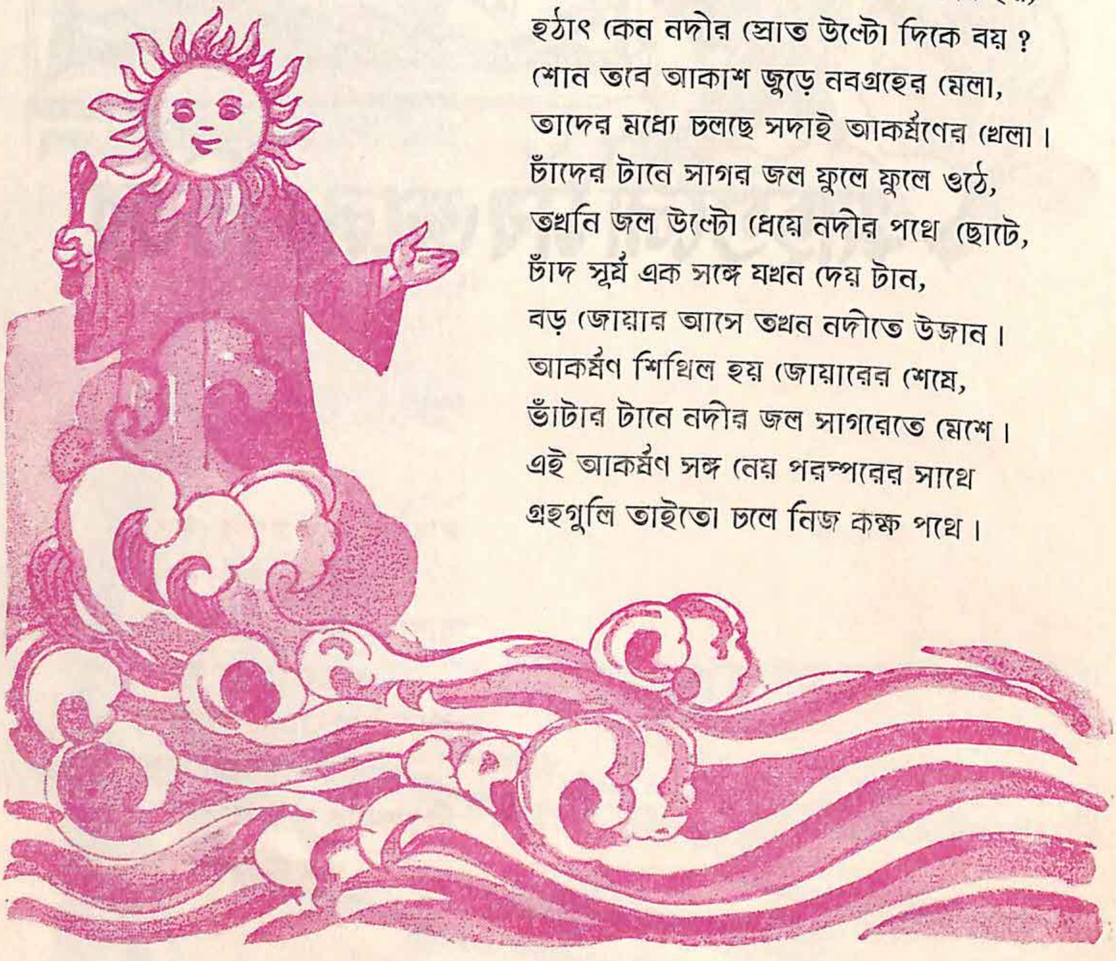
বৈশাখ মাসে দুপুরবেলা
কাল বৈশাখী ঝড়,
কোথা থেকে হঠাৎ এসে
ভাঙে সবার ঘর।
দুরন্ত যে ঝড়ের গতি
প্রাণটা ভয়ে কাঁপে,
বলতে পারো ধ্বংস করে
কোন দেবতার শাপে।
গুরুম গুরুম ডাকছে মেঘ
দৈত্য রাজের মত,
দুলছে ভয়ে গাছপালা সব
ভাঙ্ছে শত শত।
বলতে পারো কোথা থেকে
আসে এমন ঝড়,
কতদূরে অবস্থিত
বঙ্গোপসাগর।



মাছগুলো সব জলের ভিতর

মাছগুলো সব জলের ভেতর
বাঁচে কেমন করে,
মানুষ তবে ডুবলে কেন
জলের ভেতর মরে ?
আবার কেমন উল্টো দেখো
তুললে ডাঙ্গায় মাছ,
কিছুক্ষণের মধ্যে তারা
হয় যে কুপোকাৎ।

জোয়ার-ভাঁটা



নদীর জলে জোয়ার-ভাঁটা কেমন করে হয়,
হঠাৎ কেন নদীর স্রোত উল্টো দিকে বয় ?
শোন তবে আকাশ জুড়ে নবগ্রহের মেলা,
তাদের মধ্যে চলছে সদাই আকর্ষণের খেলা।
চাঁদের টানে সাগর জল ফুলে ফুলে ওঠে,
তখনি জল উল্টো ধেয়ে নদীর পথে ছোটে,
চাঁদ সূর্য এক সঙ্গে যখন দেয় টান,
বড় জোয়ার আসে তখন নদীতে উজান।
আকর্ষণ শিথিল হয় জোয়ারের শেষে,
ভাঁটার টানে নদীর জল সাগরেতে মেশে।
এই আকর্ষণ সঙ্গ নেয় পরস্পরের সাথে
গ্রহগুলি তাইতো চলে নিজ কক্ষ পথে।



উপগ্রহ

গ্রহ যেমন সূর্যের
চারিদিকে ঘোরে
উপগ্রহ গ্রহকে
প্রদক্ষিণ করে।
পৃথিবীর-ও একটি
উপগ্রহ আছে,
চন্দ্র নামে পরিচিত
আমাদের কাছে।
মঙ্গলে দুই বৃহস্পতির বারো
ইউরেনাসে চার,
নেপচুনে এক এ-পর্যন্ত
হয়েছে আবিষ্কার।

মরীচিকা



মা গো মা বলতে পারো
মরীচিকা কেমন,
ধু-ধু মাঠের বালুস্তরে
সৃষ্টি হয় এমন।
মা হেসে কয় বায়ু যখন
ভীষণ গরম হয়,
কোন স্থানে, তখন নতুন
বায়ুস্তর হয়।

গল্প হলেও মরীচিকা
ভূতুড়ে ব্যাপার নয়,
দেশের দশের বিজ্ঞানীরা
এমন কথা কয়।
সূর্যের আলো সেই স্তরে
প্রতিফলিত হলে,
মরীচিকার সৃষ্টি হয়
(পূর্ণ) প্রতিবিম্বের ফলে।

সাদার মধ্যে
সাতটা রঙ